বিশ্বাসভাজন

দুর্গাদাস চট্টোপাধ্যায়

কয়েকদিন আগে প্রশান্ত একটা কাজ পেয়েছে। কোনও সরকারি কিংবা নামী সংস্থার অফিসের কাজ নয়-- খুবই ছোটখাটো একটা প্রাইভেট ফার্মের কাজ। মালিকের ইচ্ছা - অনিচ্ছার উপর এ'চাকরির মেয়াদ নির্ভর করে। সেকারণে প্রশান্তকে সবসময় মালিককে খুশি রাখতে হয়। তিনি যা বলেন, প্রশান্ত তাই শোনে এবং করে। কাজের বাঁধাধরা কোনও সময় নেই -- সকাল আটটা থেকে রাত দশটাও হতে পারে। অ্যাত বেশি পরিশ্রম করেও প্রশান্তর মনে কোনও দুঃখ নেই -- মালিক হিসেবে শৈলেন বাবু খুব ভালো -- পরিশ্রম বিফলে যায় না তিনি পুষিয়ে দেন।

ক্রমশ শৈলেনবাবুর বিশ্বাস অর্জন করে সে এবং রবিবারেও তাকে নানা কাজ করতে হয়। এভাবে আস্তে আস্তে সে এখন শৈলেনবাবুর বাড়ির একজন এবং শৈলেনবাবুর স্ত্রীও প্রশান্তকে খুব ভালোবাসেন।

গত শনিবার শৈলেনবাবু বললেন--- "প্রশান্ত, রবিবার এসো, আমরা সকলে সিনেমায় যাবো।" প্রশান্ত বলল ---"অবশ্যই আসবো।"

শৈলেনবাবুর কথাটা শোনার পর থেকেই প্রশান্তর মনে হচ্ছে সে যেন ভুল শুনেছে--- নিজের কানটাকে তার বিশ্বাস হচ্ছে না। নানা প্রশ্ন উঁকি দেয় -- কিছুতেই উত্তর খুঁজে পায় না সে -- বারবার ভাবতে থাকে মালিক কেন তাকে নিয়ে সিনিমায় যাবে? আবার কিছুক্ষণ সে নিজের সঙ্গে কথা বলে --- "মালিক তাকে খুব ভালোবাসে---সে তো কাজে ফাঁকি দেয় না/ কিংবা এমনও হতে পারে মালিক হয়ত ভেবেছে ছেলেটার উপর অনেক চাপ দেওয়া হচ্ছে, যদি কাজ ছেড়ে পালায় - তার থেকে ভালো একটু খোশামোদ করো -- প্রশান্তকে সঙ্গে নিয়ে সিনেমায় চলো" ---এইসব নানা ভাবনা প্রশান্তের মনে একটা খুশি খুশি ভাব এনে দেয় -- সারাদিনেরপরিশ্রমের ক্লান্তি কোথায় হারিয়ে যায়।

রবিবার সকাল এগারোটা। প্রশান্ত সুন্দর করে নিজেকে সাজিয়েছে। সকাল - সকাল স্নান করেছে - নতুন প্যান্টটা আজকে পরেছে সঙ্গে বন্ধু অরিজিতের চেক - চেক জামাটা পরেছে -- তারপর সে মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল--- "কেমন লাগছে?"

মা বললেন --- "দাণ মনে হচ্ছে, ঠিক যেন রাজার ছেলে, তা কখন ফিরবি?"

প্রশান্ত বলল--- "মালিকের বাড়িতে খাবো, আবার একসঙ্গে সিনেমায় যাবো, কোন ছবি, কোন হল কিছুই জানি না। আসতেদেরি হতে পারে।"

সাড়ে বারোটায় সে শৈলেনবাবুর বাড়ি পৌঁছে গেছে। ঘড়ির কাঁটায় একটা, এখন খাবার টেবিলে তিনজন বসে -প্রশান্ত, শৈলেনবাবু এবং তাঁর স্ত্রী অনুরাধা। খাওয়াদাওয়া শেষ হওয়ার পর প্রশান্ত বারান্দার সোফায় বসে ভাবছে ঘটনা কোন দিকে এগোচ্ছে। এখনও পর্যন্ত সব কিছু ঠিকঠাক চলছে -- কোথাও কোনও অঘটন নেই।

দু'টোর সময় গ্যারেজ থেকে গাড়ি বের হল। আজকে শৈলেনবাবু নিজে ড্রাইভ করবেন--- সাধারণত রবিবার তিনি চালান। ড্রাইভারের আসনে শৈলেনবাবু পাশে স্ত্রী অনুরাধা-- পেছনের সিটে বসে আছে প্রশান্ত। অনেকক্ষণ থেকে তার জানার ইচ্ছে সে কোথায় যাচ্ছে -- বিশাল বাঁধের ছোট ফাটলের মত ইচ্ছেটা ক্রমশ বড় হচ্ছে। সে সরাসরি শৈলেনবাবুকে জিজ্ঞাসা করল--- "আমরা কোন সিনেমা হলে যাবো?" শৈলেনবাবু গাড়ি চালাতে চালাতে বললেন--"এই তো এসে

গেছি-- নবীনায় যাবো।”
নবীনা হলে একটা ইংরেজি ছবি চলছে-- ‘দি ফ্লাইং’। ছবি শু হবে দুপুর তিনটের সময়। গাড়ি জায়গা মতো পার্ক করা হল। সামনের সিট থেকে নামলেন শৈলেনবাবু এবং তাঁর স্ত্রী। পেছনের সিট থেকে নামল প্রশান্ত। হঠাৎ এক অদ্ভুত ভঙ্গিত ঘুরে দাঁড়ালেন শৈলেনবাবু এবং প্রশান্তকে বললেন--- “তুমি পিছনের সিটে বসে থাক, ভীষণ গাড়ি চুরি হচ্ছে। আমরা সিনেমা দেখে আসছি। তুমি ঝিস্ত লোক সেজন্যই সঙ্গে আনলাম।”

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com